মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আসলে কয়টি ভাষা জানতেন?

কোন বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী তার চারপাশের জীবন ও জগতকে যেভাবে দেখে তা প্রকাশ পায় তার ভাষায়। সুতরাং কোন জনগোষ্ঠীকে সরাসরি বুঝতে হলে তার ভাষা জানা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। অনুবাদের মাধ্যমে এই বোঝার কাজটি অনেকখানি চলে যেতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা থেকে যায় অন্তত অনুবাদকের জন্যে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারনে পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে কিন্তু জাতিতে জাতিতে মিলন ব্যাহত হচ্ছে ভাষার দূর্লঙ্ঘ্য দেয়ালগুলোর কারনে। ফরাসি দেশের মতো কোথাও কোথাও একটি মাত্র ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে অন্যসব ছোটভাষাকে মুছে ফেলা সম্ভব হলেও পৃথিবীর সব অঞ্চলে সেটা করা সম্ভব হচ্ছে না, যেমনটি সম্ভব হবে না খোদ ইউরোপীয় ইউনিয়নেই।

দু'টি ভিন্ন ভাষাভাষী জাতির মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোর জন্যে যথেষ্ট সংখ্যক দোভাষীর যোগান দেওয়া হয়তো কঠিন হবে না। কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয় যদি দু'টি জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগ লোক পরস্পরের ভাষা মোটামুটি রপ্ত করে নিতে পারে। নীতিগতভাবে ইউরোপে এ চেষ্টাই করা হচ্ছে গত কয়েক দশক ধরে। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও বহুভাষী বা Polyglotte এর সংখ্যা আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অনেকে দু'টি ভাষা জানলেও ভাষাজ্ঞানের চারটি দিক – বোঝা-বলা-পড়া-লিখায় তাদের দক্ষতা সমান নয়। ভাষা একই সংগে ব্যক্তি আর গণমানুষের এমন বিচিত্র প্রতিফলন যে বাইরের কারো পক্ষে তার যাবতীয় আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও ভাষা-বৈচিত্র্যের নাগাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব – এ রকম ধারণা দিন দিন জোরদার হচ্ছে এবং 'বহুভাষাবিদ' জাতীয় বিশেষণগুলোর ব্যবহারও কমে আসছে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পর্কে বর্তমান প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে আমি উপমহাদেশের অন্য এক বহুভাষাবিদ হরিনাথ দে সম্পর্কে সামান্য খোঁজখবর নিয়েছি। ১৮৯৭ সালে তিনি বিলাত যান ১৮৯৯ সালে দেশে ফিরে এসে ঢাকা কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক পদে যোগ দেন। যে দেড় বছরে তিনি ইওরোপে ছিলেন সেই দেড় বছরে তিনি গ্রীক, ইতালিয়ান, ফরাসি, জার্মান, পর্তুগিজ, স্পেনিশ-ভাষী অঞ্চলে বাস করে সব ক'টি ভাষায় সর্বোচ্চ পরীক্ষায় পাস করেন। তিনি দুই বার আই. সি. এস পরীক্ষা দেন এবং প্রথমবার অকৃতকার্য হয়ে দ্বিতীয়বার কৃতকার্য হন। সর্বোচ্চ পরীক্ষাগুলোকে আমরা এম. এ. ধরে নিতে পারি কারণ বলা হয়ে থাকে যে তিনি মোট ১৪টি ভাষায় এম. এ. পাস করেছিলেন। প্রতিভার অসীম ক্ষমতায় আমি অবিশ্বাসী নই তবু বলবো যে উপরোক্ত বর্ণনায় আমি কিছুটা হলেও অতিরঞ্জনের আভাষ পাই।

ভারতবর্ষ বাড়াবাড়ির দেশ। প্রতিভাবান পুরুষের অযোগ্য উত্তরসুরীরা ভক্তিতে গদগদ হয়ে মুখে মুখে তাকে দেবতা বানায়, সমসাময়িকেরা পছন্দ হলে বাড়িয়ে বলে আর পছন্দ না হলে অকারনে সন্দেহ করে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর খ্যাতিতে তার বিরুদ্ধবাদীদের মতামত

চাপা পড়ে গেছে, আছে শুধু গুনমুদ্ধ সমসাময়িক ব্যক্তিদের প্রশংসাবাণী: যেমন ড. এনামুল হক বলেছেন:

> "তিনি পৃথিবীর অর্ধডজন বড় বড় ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে, কথা বলিতে ও বই পড়িতে এবং প্রায় দেড় ডজন ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া বুঝিতে ক্ষমতা অর্জন করিয়াছেন"।

যদি প্রথম ৬টি ভাষা পরের ১৮টি ভাষার অন্তর্ভুক্ত নয় বলে ধরে নিই তবে এনামুল হকের মতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮টি আর ৬টি মিলে মোট ২৪ টি ভাষা জানতেন। তবে এনামুল হক স্বীকার করে নিয়েছেন যে সবক'টি ভাষায় তার দক্ষতা সমান ছিল না। অন্য একজন গুনমুগ্ধ আবুল কালাম সামসুদ্দীনের মতে ড. শহীদুলাহ ৪০টি ভাষা জানতেন। স্কুল কলেজের পাঠ্য বইয়ে তার জীবনীতে তিনি ১৮টি ভাষা জানতেন বলে লেখা থাকে। তথ্যের অপ্রাচুর্য্য সত্ত্বেও বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো তিনি আসলে ক'টি ভাষা জানতেন এবং কোন ভাষায় তার দক্ষতা কতখানি ছিল।

মুহম্মদ শহীদুলাহর জন্ম ১৮৮৫ সালের ৯ই জুলাই পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায় পেয়ারা গ্রামে। "গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা আরম্ভ করেছিলাম"– বলেছেন তিনি 'আমার সাহিত্যিক জীবন' শীর্ষক প্রবন্ধে।"এই পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা ও রবাধোদয় পড়েছিলাম বলে মনে আছে। বোধহয় দশ বছর বয়সের সময় পিতার কর্মস্থান হাওড়ায় আসি। সেখানে একটা মাইনর স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম।"

পাঠশালায় বাংলা আর ইংরেজি শিখতে শিখতে তিনি গ্রামের মক্তবে আরবি শিখেছিলেন এরকম ধারণা করতে দোষ নেই। একই সময়ে তিনি ফারসি আর উর্দুও শিখেছিলেন এমন তথ্যও পাচ্ছি আমরা। কি ছিল মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পারিবারিক ভাষা? উর্দু না বাংলা? বাংলায় তাঁর গভীর জ্ঞান আর বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর দরদ দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে তাঁদের পরিবারে বাংলাই বলা হতো, উর্দু নয়।

হাওড়ার মাইনর স্কুলে ইংরেজি শেখা চলতে থাকে। স্কুলে মৌলভী সাহেবের বদমেজারের ভয়ে তিনি আরবির বদলে সংস্কৃত নিয়েছিলেন। কলিকাতার হাওড়া এলাকায় এখন যে রকম, একশ বছর আগেও হিন্দি আর উড়িয়াভাষী পরিবার প্রচুর ছিল। সম্ভবত সহপাঠীদের সৌজন্যেই তিনি হিন্দি আর উড়িয়া ভাষাও শিখতে শুরু করেন। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার। কোন বিশেষ ভাষাভাষী অঞ্চলে বাস করলে কোন লোক সেই বিশেষ ভাষাটি শিখবে কি শিখবে না তা ভাষাটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আর লোকটির ভাষা শেখার আগ্রহের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। এজন্যেই বছরের পর বছর এদেশে বাস করেও উইলিয়াম জোন্সের উত্তর পুরুষেরা এক ফোটাও বাংলা শেখে না। মুহম্মদ শহীদুলাহর মতো ভাষাপাগল লোকেরা এদিক থেকে ব্যতিক্রম। নিত্যনুতন ভাষা শেখা তার বাতিকের মতো ছিল। তিনি নিজেই লিখেছেন:

"আমি ঘরে বসে ফারসী, উর্দ্দু, হিন্দি ও উড়িয়া ভাষা কিছু শিখেছিলাম। গ্রীক ও তামিল অক্ষরও পড়তে শিখেছিলাম। সাধারণ ছেলেদের মতো ঘুড়ি ওড়ানো, নাটিম ঘোড়ানো, মারবেল খেলা প্রভৃতি খেলাধুলা না করে আমি ভাষা শিক্ষা করতাম।"

১৯০৪ সালে মুহম্মদ শহীদুলাহ ২য় ভাষা সংস্কৃত নিয়ে এন্ট্রাস পাস করেন ১৯ বছর বয়সে। সংস্কৃতে তিনি সমসময় প্রথম হতেন। সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে ১৯১০ সালে তিনি বি. এ. পাস করেন। বেদ বিষয়ক পেপারে মুহম্মদ শহীদুলাহ সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন এমন তথ্য আছে আবু যোহা নূর আহমেদের এক লেখায়।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তূলনামূলক ভাষাতত্ত্বের যুগের মানুষ। সে যুগে ভাষাতত্ত্বে আগ্রহী ব্যক্তি মাত্রই সংস্কৃত, পুহুবী, গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি ধ্রুপদী ভাষায় ভালো জ্ঞান রাখতেন। ড. শহীদুল্লাহও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন সূত্র আবিস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাকে একরকম জোর করে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বেও জগতে ঠেলে দেয় সত্যব্রত সামশ্রমীসহ বেশ কিছু পন্ডিতের গোঁড়ামী যাঁরা বলেছিলেন যে হিন্দু নয়, এমন কাউকে তাঁরা বেদ পড়াবেন না! তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ মাত্র খোলা হয়েছে। উপাচার্য স্যার আশুতোষের পরামর্শে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯১২ সালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পাস করেন।

১৯২৬ থেকে ১৯২৮ এই দুই বছর মুহম্মদ শহীদুলাহ প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গ্রীস্মের ছুটির সময় জার্মানীর ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। প্যারীর পত্রে তিনি লিখেছেন:

"আমাকে আমার Thesis উপলক্ষে বাঙালা ব্যতীত আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, পুরবীয়া, হিন্দি, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠি, সিন্ধি, লাহিন্দা, কাশ্মিরি, নেপালি, সিংহলি ও মালদ্বীপি ভাষার আলোচনা করিতে হইতেছে। প্রাচীন ভাষার মধ্যে প্রাকৃত ও আবেস্তারও চর্চ্চা করিতেছি। বিরাট ব্যাপার সন্দেহ নাই কিন্তু বিরাট কার্য্যের জন্যে আয়োজন চাই। তিব্বতীও শিখিতেছি।" (উদ্ধৃতির বানান অবিকল রাখা হলো)।

এখানে দেখা যাচ্ছে প্যারিসে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কমবেশি ১৭টি ভাষা শিখছেন। এর মধ্যে ১৩টি আধুনিক ভাষা। তবে এই ভাষাগুলোর মধ্যে কয়েকটি ভাষা যেমন হিন্দি ও উড়িয়া তিনি স্কুল জীবন থেকেই কমবেশি জানতেন।

১৯২৮ সালে তিব্বতি অনুবাদের সাথে মিলিয়ে অপভ্রংশ ভাষায় বৌদ্ধ দোহাকোষের ওপর তার গবেষণাপত্র 'লে মিস্তিক দ্য কানহা এ দ্য সরহ' বা 'কানহা ও সরহ রচিত মরমীয়া গীত' এর কাজ শেষ হয় এবং মো. শহীদুলাহ সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। একই সময়ে উচ্চারণগত দিক থেকে বাংলা ধ্বনি বিশ্লেষণ করে তিনি ধ্বনিতত্ত্বে একটি ডিপ্লোমাও পান।

উপরোক্ত দু'টি গবেষণাপত্রই ফরাসি ভাষায় লেখা। সুতরাং তিনি ফরাসি ভালো লিখতে পারতেন এতে কোন সন্দেহ থাকে না। তিনি যে ফরাসি ভাষা ভালো বলতেও পারতেন তার প্রমাণ পাচ্ছি অধ্যক্ষ তফাজ্জল হোসেনের স্মৃতিকথায়। শান্তিনিকেতনে গিয়ে ড. শহীদুল্লাহ এক চীনা শিল্পির সংগে আলাপ করেছেন ফরাসিতে। ফরাসি ভাষার আনুনাসিক ধ্বনিতে সমগ্র চীনা ভবনটি মুখর হয়ে উঠেছে... ইত্যাদি। এছাড়া ফরাসি কবি লামার্তিনের ইসলাম বিষয়ক কিছু রচনার তিনি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। এ অনুবাদগুলো Peace নামক পত্রিকায় ১৯২২ সালে অর্থাৎ ড. শহীদুল্লাহর প্যারিসে যাবার চার বছর আগে ছাপা হয়। সম্ভবত প্যারিসে যাবার বেশ আগে থেকেই তিনি ফরাসি শিখতে শুরু করেছিলেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহার ফরাসি ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে একটি গল্প শুনেছিলাম অধ্যাপক আানিসুজ্জামানের মুখে। তিনি কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি ভাষার ক্লাসে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ছাত্র ছিলেন। গল্পটি এ রকম। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একবার ট্রেনে করে প্যারিস থেকে কোথাও যাচ্ছিলেন। তাঁর পাশে বসেছিলেন এবং এক ফরাসি মহিলা আর তার বাচ্চা মেয়ে। আমরা জানি জনব শহীদুল্লাহ খর্বাকৃতি ছিলেন এবং তাঁর লম্বা দাঁড়ি ছিল। মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে দেখে ভয় পেয়েই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, বাচ্চা মেয়েটি তাঁর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পর পর কেঁদে উঠছিল। শহীদুল্লাহ কৌতুহলী হয়ে মেয়েটির মাকে জিগ্যেস করতে চাইলেন:'এ্যাসক্যাল আ প্যর' (Est-ce qu'elle a peur) অর্থাৎ 'মেয়েটি কি ভয় পাচ্ছে?' কিন্তু উচ্চারণ ভুল করে তাঁর মুখ দিয়ে বেড়িয়ে গেল (ফরাসি মধ্য স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ বাঙালি জিহ্বার জন্যে সহজ নয়!): 'এ্যাসক্যাল আ অ্যাঁ প্যার?' (Est-ce qu'elle a un père) যার অর্থ দাঁড়ালো: 'মেয়েটির কি আদৌ কোন বাবা আছে?' ভদ্রমহিলা নাকি শুনে সাংঘাতিক রকম রেগে গিয়েছিলেন। এ গল্পটি বলে শহীদুল্লাহ নাকি অ-ফরাসি (নন নেটিভ) শিক্ষকদের কাছে ফরাসি শেখার বিপদ সম্পর্কে তাঁর ছাত্রদের সতর্ক করে দিতেন।

জার্মান ভাষা তিনি কিরকম আয়ত্ব করেছিলেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে তিনি যেহেতু ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন সেহেতু জার্মান তিনি অন্তত বুঝতে, বলতে এবং পড়তে পারতেন এমন ধারণা করা অযৌক্তিক নয়। তবে জার্মান ভাষা থেকে তিনি কোন অনুবাদকর্ম করেছেন কিনা তা জানা যায়নি।

ইংরেজি ভাষায় লেখা অসংখ্য প্রবন্ধ এ ভাষায় তার বুৎপত্তির পরিচয় বহন করে। ইংরেজি, ফরাসি আর জার্মান ছাড়া আর কোন ইউরোপীয় ভাষা তিনি সেভাবে শিখেছিলেন বলে মনে হয় না। স্কুল থাকতে তিনি গ্রীক অক্ষর চিনতে পারতেন বলে উলেখ করেছেন আমার সাহিত্যিক জীবনে কিন্তু তার পর তাঁর গ্রীক শিক্ষা আর এগিয়েছিল কিনা আমরা জানি না। অন্য একটি ইউরোপীয় ধ্রুপদীভাষা ল্যাটিন তিনি কেমন জানতেন এ ব্যাপারেও কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই।

১৯০৪ সালে এন্ট্রাস পাস করার সময়ই মুহম্মদ শহীদুলাহ কমবেশি আটটি ভাষা জানতেন: সংস্কৃত, ফারসি, আরবি, হিন্দি, উর্দ্দু, উড়িয়া, ইংরেজি আর মাতৃভাষা বাংলা। ফারসি তিনি লিখতে ও পড়তে পারতেন। ফারসি ভাষা থেকে ১৯৩৮ সালে তিনি

'দীওআনই হাফিজ' অনুবাদ করেন। এনামুল হকের মতে তাঁর অনুবাদ মূলঘেষা, নির্ভুল। ১৯৪২ সালে তিনি ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াত' অনুবাদ করেন।

উর্দ্দু থেকে কবি ইকবালের দু'টি কাব্যগ্রন্থ 'শিকওয়াহ' ও 'জওয়াব-ই-শিকওয়াহ' তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন ১৯৪৩ সালে। তাছাড়া উর্দু তিনি অনর্গল বলতে পারতেন এমন তথ্য পাচ্ছি মওলানা এছলমাবাদীকে লেখা তার এক চিঠিতে "আমাকে উর্দ্দু ভাষায় সত্যধর্মের পরিচয় সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিতে হল। আমার সাহসকে ধন্যবাদ দিতে হবে যে এই আগ্রা শহরের বুকে দাড়িয়ে একজন খাঁটি বাঙালী উর্দুতে বলতে পিছপাও হয়নি। বক্তৃতা শুনে সবাই খুশী হয়েছিলেন বলে বোধ হল"। (উদ্ধৃতির বানান অবিকল রাখা হলো)

আরবি ভাষা তিনি যে ভালো বলতে পারতেন তফাজ্জল হোসেনের একই লেখা থেকে আমরা তা জানতে পারি। সলিমুলল্লাহ মুসলিম হলে একবার মিশরীয় এক ধর্মীয় বক্তা এসেছেন। তাঁর আরবি কেউ বোঝে না, সুতরাং দোভাষী দরকার। শহীদুল্লাহ সাহেব ছাড়া আর কাউকে পাওয়া গেলো না। অনুবাদ করার পর তিনি অনেকক্ষণ সেই মিশরীয় বক্তার সাথে আরবিতে আলাপ করেছিলেন। আরবি ভাষায় তার বুৎপত্তি অর্জনের আরো প্রমাণ:

১। একশ'টি অত্যাবশকীয় সংক্ষিপ্ত হাদিসের বাংলা অনুবাদ (১৯৪০ সাল);
২। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কোরান শরীফের বাংলা অনুবাদ;
৩। অমর কাব্য নামে 'কসীদতুল বুরদহ' এবং 'বানত সূঅদ' এই দুই আরবি কাব্যের মূলানুসারী গদ্যানুবাদ (১৯৬৩);
৪। বুখারী শরীফের প্রথম খন্ডের অন্যতম অনুবাদক তিনি।

ড. শহীদুল্লাহ হিন্দি লিখতে, পড়তে এবং বুঝতে পারতেন। উর্দু আর হিন্দির মধ্যে বাক্যবিন্যাস ও শব্দগত প্রচুর মিল থাকার কারনে আমরা ধারণা করতে পারি যে হিন্দিও তিনি উর্দুর মতই বলতে পারতেন। স্কুলে থাকাকালীন সময়ে তার হিন্দি রচনার কিয়দংশ ড. শহীদুল্লাহ 'আমার সাহিত্যিক জীবন' নামক প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন।

শৈশবে শেখা উড়িয়া ভাষা তিনি বলতে পারতেন এটা মেনে নিলেও, এ ভাষাটি তিনি লিখতে, পড়তে ও বুঝতে পারতেন – এমত দাবি তথ্যের অভাবে জোর দিয়ে করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে তামিল ভাষা ভাষাটি তিনি শৈশবে পড়তে শিখেছিলেন কিন্তু তাঁর তামিল শেখা এর বেশি এগিয়েছিল কিনা আমরা জানি না।

এ পর্যন্ত আমরা দেখালাম ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তিনটি ইউরোপীয়: ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, একটি সেমীয়: আরবি, পাঁচটি ইন্দো-ইরানীয়: সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ফারসি – এই নয়টি ভাষা খুব ভালো ভাবে জানতেন অর্থাৎ এই ক'টি ভাষায় বলা-বোঝা-লেখা এবং পড়ায় তার মোটামুটি সমান দখল ছিল। অন্য যে ভারতীয় ভাষাগুলোর কথা তিনি প্যারির চিঠিতে উলেখ করেছেন যেমন আসামি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, মারাঠি, সিন্ধি, লাহিনদা, কাশ্মিরি নেপালি, সিংহলি, মালদ্বীপি ইত্যাদিতে তার দখল কেমন ছিল সে ব্যাপারে সরাসরি কিছু জানা যায় না। তবে মোঃ নাসির আলী লিখেছেন তিনি নাকি এসব ভাষায় ছাপানো বইপত্র

পড়তে পারতেন। তিব্বতি ভাষার বেলায় হয়তো একই কথা বলা চলে। এখানে আমার পাচ্ছি প্রায় এগারোটি ভাষা।

মধ্য ভারতীয় আর্থ ভাষা যেমন মৈথিলী, পুরবীয়া, অপভ্রংশ তিনি পড়তে পারতেন। এগুলো যেহেতু মৃত ভাষা সেহেতু এ ভাষাগুলো লেখা বা বলার প্রশ্ন অবান্তর। এ সমস্ত ভাষাজ্ঞান তিনি তার ভাষাতাত্ত্বিক গবেষলায় বার বার ব্যবহার করছেন, সন্দেহ নেই। প্রাচীন ফারসি বা আবেস্তার ভাষায়ও তার দখল ছিল বলে জানা যায়। প্যারিসে তিনি এ ভাষার চর্চ্চা করেছেন।

সুতরাং মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কমবেশি ২৪টি ভাষা জানতেন এরকম সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছতে পারি। এ ভাষাগুলোর মধ্যে কিছু আধুনিক ভাষা, কিছু মৃত ভাষা। যে কোন বহুভাষাভাষীর মতোই এর সবগুলি সমানভাবে চর্চ্চা করার সুযোগ তার জীবনে হয়নি। সুতরাং এসব ভাষায় তার দক্ষতার হ্রাসবৃদ্ধি হয়েছে এরকম ভাবা অস্বাভাবিক নয়।

কোন সম্পূর্ণ জিনিষকে কোন একটি বিশেষ একটি কৌনিক অবস্থান থেকে পুরোপুরি দেখা যায় না। মুহম্মদ শহীদুল্লাহও একটি সম্পূর্ণ প্রতিভা। যে কোন অবস্থান থেকেই আমরা তাকে দেখি না কেন আমাদের বিচার বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। সে অবশ্যম্ভাবীতাকে মেনে নিয়েই ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর বহুভাষাজ্ঞানের এ জরিপ এখানেই শেষ করলাম। এই আলোচনা থেকে আশা করি এ সত্যটি উঠে এসেছে যে বহু ভাষাবিদ হওয়া আসলেই সম্ভব।

রচনাকাল: ১৯৯৫। বাংলা একাডেমী আয়োজিত শহীদুল্লাহ স্মরণসভায় পঠিত।